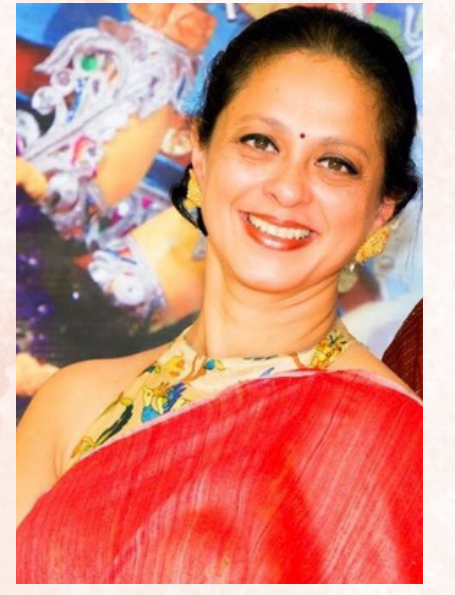


উৎসব
2022

Artist:
Radharani Chaterjee

President's Note



প্রায় চার দশক আগে, Fort Worth এর কোন উদ্যমী বাঙ্গালীর গৃহপ্রাসঙ্গে
যে মাতৃ পূজার সূচনা - সেই দুর্গোৎসব আজ ৩৯ তম বার্ষিকীতে উপনীত !
স্থানীয় বাঙ্গালীদের কাছে আজকের এই অনুষ্ঠান যেমন বিশেষ আনন্দের,
এই অঞ্চলের প্রাচীনতম বাঙ্গালী সংঘের পক্ষে এই উদযাপনের
ধারাবাহিকতা তেমনই গর্বের উপলক্ষ্য ।

গত দু'বছরের অতিমারির বিঘ্ন কাটিয়ে এই বছরের মহোৎসব আরও
তাৎপর্য-পূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ এই শহরের “প্রথম-ও-আদি” দুর্গোৎসবে
যুক্ত করলাম আরও একটা “প্রথম” - স্থানীও বেতার Fun Asia Radio তে
আমাদের সর্বপ্রথম মহালয়া অনুষ্ঠান !

বাঙ্গালী সংঘের ঐতিহ্যময় অতীতকে অবলম্বন করে বিগত কয়েক বছর
যাবত স্থানীও বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করার দুর্লভ সৌভাগ্য
হয়েছে। বিভিন্ন অবকাশে, বহু মানুষের সান্নিধ্যে এসে সম্প্রীতির যে
যোগসূত্রে আবদ্ধ হয়েছি - সে এক অসামান্য প্রাপ্তি !

সংগঠক সমিতির সতীর্থ সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম, শুভানুধ্যায়ী
স্বেচ্ছাসেবক সমূহের সহযোগিতা এবং পৃষ্ঠপোষকদের দানক্ষিণ্যে যে
আনন্দোৎসবের আয়োজন সম্ভব হয়েছে - তা যেন আপনাদের স্বতস্ফূর্ত
যোগদানে সার্থক ও সফল হয়ে ওঠে ! আমাদের সঙ্গে থাকার জন্যে
ধন্যবাদ !!

- দেবযানী



DISCOUNT
POWER.®

বৃহন্নলা

সব কিছু বুঝেও কেন বিরাটরাজ ধনঞ্জয়কে "অন্তপুর বালাদের" নৃত্য গীত দেখানোর কাজে নিযুক্ত করলেন? কি ভেবেছিলেন বিরাটরাজ ?

কি বিচিত্র সুন্দর সাজ দিয়েছেন অর্জুন । লম্বা বেণী পিঠের ওপর, কানে দুল হাতে শাঁখার চুড়। ধরা যাতে না পরে, পরনে চিত্র বিচিত্র নারী পোষা। নপুংসক যেরকম সেজে থাকে।

এখন প্রশ্ন কে বা কাহারো এই নপুংসক জাতি? নপুংসক কোনো ভিন্নে জাতি নয়। তারা এই নারী জাতি অংশবিশেষ। প্রকৃতি মায়ের বিচিত্র বিধানে যারা পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও প্রকৃত পৌরষত্ব লাভ করে নি। পৌরষত্ব - হীন অসম্পূর্ণ, বিকলাঙ্গ। "তখন ছিল এখনো আছে "

প্রকৃতি মায়ের নিষ্ঠুর খেলায় শুধু নয়। নিষ্ঠুর ভাবে সুস্থ মানুষের অঙ্গহানি ঘটিয়ে সুস্থ সক্ষম পুরুষকে পরিণত করা হতো নপুংসক । তার বহু নাজির ইতিহাসে রয়ে গেছে। এই সব গোষ্ঠীকে নানা কাজে লাগানো হতো। বিশেষ করে অন্তপুর প্রতিরক্ষার কাজে।

যন্ত্রনা দুঃখ অবমাননা নিষ্ঠুরতা বর্বরতার মানব সমাজে এক অন্ধকার কলংকিত অধ্যায়ে। ছিল সিা সময়ে সেই কালে।

হায়রে কালের লিখন। যা এক সময়ে ছিল যন্ত্রনা, অভিমান ও মানবসমাজের কলঙ্ক। আধুনিক যুগে তাই হয়ে দাঁড়ালো আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাস, পরম আত্মতৃপ্তির এক নতুন পথ।

নব যুগের একদল ভিন্ন মনোবৃত্তির পুরুষ গোষ্ঠী ঘোষণা করলেন, তারা তাদের পৌরষত্ব বিসর্জন দিয়ে তারা নারীতে পরিবর্তিত হবেন। সৃষ্টি হলো শত-শত নূতন স্বইচ্ছাকৃত বৃহন্নলার দল ।

এই গোষ্ঠী শুধু শুধুমাত্র সাজ পোশাকেরই পরিবর্তন করলেন না, নানারকম শারীরিক ক্লেষ, অস্ত্রপ্রচার , পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক প্রতিকূলতা সবরকম বাধাবিপত্তি তারা অতিক্রম করলেন এবং করে চলেছেন। পূর্ণাঙ্গ পুরুষ পরিবর্তিত পুরুষ পরিবর্তিত হচ্ছেন " নারীত্বে "

এই পরিবর্তনের পেছনে যে সামাজিক, মানসিক, জৈবিক চেতনা মনোবৃত্তি গুপ্ত আছে, তার ব্যাখ্যা সম্মিলিত ভাবে জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের মাধ্যমে বিশেষ ভাবে গবেষণার অপেক্ষায় আছে।

তবে এইকালের পরিবর্তন মানব সমাজকে কোন পথে নিয়ে যাবে তা একমাত্র মহাকালই জানেন।

তবে এযুগের নারীকুল কম যাননা, তারা তাদের নারিত্ব বিসর্জন দিয়ে পুরুষে রূপান্তরিত হচ্ছেন।

এই প্রসঙ্গে এসে পরে মহাভারতের আর এক চরিত্র "চিত্রাঙ্গদার" পুরুষবেশে সজ্জিত রণহুঙ্কারে ধ্বনিত বীরাস্ত্রনা বা বীর।

এদিক অর্জুনের রণহুঙ্কারে আত্ম প্রকাশের সোচ্চার ঘোষণা, আবার পুরুষবেশী চিত্রাঙ্গদার সাথে মিলিত হবার জন্যে ব্যাকুলতা - "আমি অর্জুন আমি অর্জুন"।

আর চিত্রাঙ্গদা - "চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী, একাধারে মিলিত পুরুষ ও নারী"

কিন্তু সেই চিত্রাঙ্গদার কি আকুলতা ও অধীর অপেক্ষা অর্জুনের জন্যে,
"কাল শুভ সুপ্রভাতে দর্শন মিলবে তার
মিথ্যায় অকৃত নারী, ঘুচবে মায়া অবগুষ্ঠন" -- কবিগুরু
কিন্তু অর্জুন কি ভাবে কাটিয়েছিলেন নারীবেশে নপুংসক বেশে? কৃষ্ণসখা শৌর্য, বীর্যে, অহমিকা
পৌরষত্বে কিছুর পরিবর্তন হয়নি। বিরাট রাজকুমার ("উত্তর") উত্তরের রথচালক হয়ে প্রচণ্ড
বিক্রমে যুদ্ধে করলেন কৌরব সেনাদের সাথে। ফিরিয়ে আনলেন বিরাট রাজ্যে হতে শত-শত
দুগ্ধবতী গাভী।
তৃতীয় পান্ডব অর্জুন যার রূপ, গুণ, শৌর্য, বীর্য, শক্তি ও সাহস "ত্রিভুবন বিস্তারিত যার যার রূপ-
গুণ। যার দর্শনের আশায় নর-নারী কুল আকুল হয়ে থাকতো। বিশেষত নারীবৃন্দ (Ladies Man)
কি ভাবে কাটিয়েছেন অজ্ঞাতবাসে?
যার উত্তর দ্রোপদীর এই ছোট্ট কথোপকথন ধরা পড়ে। দ্রোপদীর অসম্মানের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন
ভীম, কিচককে বোধ করে। এই ঘটনার পর অর্জুন এসে দ্রোপদীকে জিজ্ঞেস করলেন,
অর্জুন বললেন - "পার্থ কহিলেন কহ অদ্ভুত কথন
কি ভাব গন্ধর্ব করিল কিচক নিধন"
দ্রোপদীর উত্তর - "কৃষ্ণ বলে কি জানিবে ওহে বৃহন্নলা

অহর্নিশি কন্যাগণ লয়ে করো খেলা "
অর্জুন অর্জুনের মতোই ছিলেন। নৃত্য, গীত, বাদ্য আর তার সাথে "অহর্নিশি কন্যাগণ লয়ে খেলা"।
অর্জুন এর "বৃহন্নলা" বেশে অজ্ঞাতবাস মন্দ ছিল না।
"মহাভারতের কথা অমৃত সমান,
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান "

এই সাথে - "ভেরোনিকা করে শেষ তাহার কথন,
পারিলকি বুঝাইতে বৃহন্নলা বেদন"।

-Bandana Chakraborty

**With Best Compliments from
Kissaable Dental**

শ্রদ্ধেয় মাসিমাকে স্মরণ

রশ্মি:

ও মাসিমা, ও মাসিমা

ঝোলার ভিতর কি?

কোন সম্পত্তি আঁকড়ে আছেন

বলবেন আমায় কি !

মাসিমা: তবে শোন

ঝোলার ভিতর আছে আমার ID Card

আর I- ফোন

কাঁধে নিয়ে হাঁটতে বেরোই, প্রফুল্ল হয়

মন ।

মনের জোরেই হাঁটতে হাঁটতে Kroger

যাই রোজ,

প্রার্থনা এই, হই না যেন কড়ু কারো

বোঝা ।

নিজের কাজ করবো নিজে, তাই তো

ভালোবাসি,

কারুর কথা শুনতে আমি হই নাকো রাজি

।

রশ্মি: ভিন্ন ভিন্ন রূপ আপনার, অবাক হয়

তাকাই,

সতেজ সজীব জীবন খুঁজে জগৎ ঘুরে

বেড়াই ।

বার্ধক্যের কড়া নাড়া সহেন হাঁসিমুখে,

কর্মক্ষমতা, মনের বল আঁকড়ে আছেন

বুক ।

আদর্শ এই জীবন, অসীম মূল্য ধন ,

এই কথাটা জানে মোদের সকল প্রিয়জন

সুশিক্ষিতা, জ্ঞানী, মানী, অভিজ্ঞতা
কত,
সারাজীবন কাটিয়ে গেলেন নিজের মনের
মতো ।

বাংলা ভাষা, সংস্কৃতির প্রচার করেন
দেশ-বিদেশে,
বা- প্রধান ব্যক্তি, মানে সবাই
ভালোবেসে ।

ঘরে বাইরে আপনার কথা সবাই মনে
রাখি,
হাসিভরা প্রফুল্লমুখ সদাই মনে আঁকি
।

হটাৎ করে নীরব হয়, অজানাতে দিলে
পাড়ি,
পূর্ণ জীবন কাহিনীতে টেনে দিলেন দাঁড়ি
।

কোন সুদের রওনা দিলেন, ফিরবেন কি
আর ?

বিচ্ছেদবেদনা প্রাণে আনল হাহাকার ।
চলে গেলেন এমন মানুষ, ব্যাকুল মোদের
মন,
আত্মা যেন পায় শান্তি, প্রার্থনা
অনুক্ষণ ।

- Rashmi Mathur



The grand piano has left the building,
but her music will resonate in our heart
FOREVER

A Tribute to Mashima from Bangla School

Sayon Sengupta

I remember when we first began to learn how to do math in bangla; I struggled to remember which number was which. However, when I was called to the whiteboard to solve a question my classmates and teachers were very supportive, even though my answer would always be a digit off. We would all laugh together at such arithmetic errors and I always felt included even in failure. It was a very nurturing environment that Thamma had created and I only wonder how fortunate I am to have a Bangla school family that made me grow so much.

Barnik Saha

My grandparents on both sides always lived in India. Sure they'd do the occasional visits for seasons at a time, but never stayed with us. All of my American friends had grandparents in America that they bonded with and formed relationships with. I didn't share that experience the same way. I had Thamma. She treated me like her grandson. I was scolded the same way Ritodhi was scolded if I messed something in Bangla Class. She shared her love equally with all of us. I'm so incredibly thankful to know she got to see me grow up, meet my wife, and my daughter before leaving us.

Souvik Banerjee

I remember how we used to all practice for the annual Bangla natok. Bhim Bodh and all the other natoks we performed were so much fun. Thamma had created a nurturing environment where everyone could participate in cultural events. Bangla school was one of the highlights of my childhood, and I am so thankful that I got to spend time with and learn from Thamma.

Atreyee Ghosh (Jiya)

During the natok every year, I would always anticipate the end of rehearsal where Thamma would watch the culmination of the day's efforts. I would always seek her silent approval, just as a confirmation that my performance was truly satisfactory, because if Thamma liked it, I truly did a great job. At the end of Khirer Putul, my first production as a leading character, I remember Thamma calling me over to her just to tell me how wonderful I was doing as Duorani, and it made my whole year. Even though future generations of Bangla School will not have Thamma in their presence, I have faith in the fact that they will always feel her influence in the education they receive, and she will touch their hearts just as she touched all of ours.

Anoushka Purkayastha

Every year during the natok, when I struggled with long lines or more complicated phrasing, Thamma would always pull me aside and help me learn the correct pronunciation, no matter how long it took. Her ever-lasting patience and kind encouragement gave me the confidence to keep trying, and when I finally got it right, the proud smile on her face is a picture I will never forget. That willingness to put in as much effort as it took to help her students learn was one of many reasons that Thamma was such an incredible teacher.

Arundhati Ghosh(Raya)

I don't know who to attribute the idea of 'you aren't truly gone until everyone that ever loved you forgets you' to, but I do know who to apply it to.

I must have been nine, maybe ten when I first met Thamma. That was half my life ago, at least one chapter prior in my book, a time in my life where the thing I took most issue with was leaving the house right after lunch on Sundays to drive to a different city and learn a language I probably should've already known. For Thamma, it was the point in her own life where she chose to dedicate her precious and well-earned time, propelled entirely by love, to teaching a bunch of not-quite-rowdy but not-ever-still elementary schoolers when to use ঔ and when to use.

Despite all the days I showed up to the temple wholly unprepared, despite all the classes that started with her having to insistently corral us into our room, Thamma kept coming back. She let us keep coming back. I only ever had one teacher in Bangla school, and she watched me grow and change during some of the most formative years of my life. In the five years I had class with her, she was always quick to point out when I had understood something, when I had successfully learned because she had successfully taught. She never let any growth go undetected. In the five years that have passed since then, Thamma never let an interaction between us go without her telling me how grown up I was getting.

Not many fuller lives have been lived, and not many give so freely after leading such a full life, not in the way Thamma gave. She made a classroom into a home, a vast group of strangers into a family, and many, many children into the young adults they are or are becoming today. She made up, and continues to comprise, at least half of my story thus far. I am grateful to have been even a small part of hers. Just as Thamma remembered me beyond the four walls she taught me Tagore in, just as she made sure to be aware of who I was becoming, I know I will remember her not just as I knew her, but as someone whose days lived and experiences had led her path to converge with mine, if even for a decade-long moment.

You aren't truly gone until everyone that ever loved you forgets you. In ensuring that nobody ever felt forgotten in her presence, Thamma ultimately made herself unforgettable. The proof that she was here, that she loved us and we loved her, lives on, within and all around us. We are so lucky to have known someone who makes saying goodbye so difficult, and we are so lucky to have so many times we said hello to look back on.

Souvik Raha

Following Bangla school, we would see Thamma as someone we looked up to and revered. We would make sure to fill Thamma in on our lives every time we would see her at any community events such as dinner parties, weddings, and Pujos. Thamma was always, naturally, one of the first people we would interact with at these events. She very much impacted our lives in a positive and loving way, and we are so thankful that she gave us the chance to learn Bangla and participate culturally with natoks as well as make lifelong friends along the way!

Ananya Purkayastha

Since I joined Bangla school in 1st grade, some of my strongest and happiest memories are when Thamma was there. She was what made Bangla school less of just a class, and more of a family. With her kind words and teachings of Bangla, she was able to make Sunday classes that much more enjoyable, and she was always someone who I looked up to and wanted approval from. To this day, she was and will always be a big inspiration to me, and it is very hard to say goodbye to her.

Aalo Chowdhury

Thamma was the cornerstone of our Bangla School natok productions. She would always oversee all the hectic natok rehearsals and her presence and patience would be so comforting when we were all stressed out about making everything come together. She would always help us with the actions and try her best to get us to really bring out the spirit of the play. Outside of the natok in regular Bangla School, Thamma loved all of us so much and dedicated so much time to helping us learn the Bangla language and be more aware of our culture, even when we were not the easiest group of kids to manage. I will always be grateful for the family I have found in Bangla School thanks to Thamma.

Arushi Chowdhury

In Bangla School, Thamma created a loving and caring environment to learn Bangla tailored specifically for us, as kids brought up outside of India. In this environment, we felt like we were part of an extended family. Even outside of Bangla School, Thamma always cared deeply about us. My fondest memory of Thamma was of one particular Mother's Day. I remember how she lovingly handed us red roses to give to our mothers. During Bijoya, Thamma made special Bengali sweets for us to celebrate the event. Full of Thamma's love and affection, the sweets were one of the best I had ever tasted.

Ahona Mukherjee (Doyel)

Many years ago, Chotu and I were in the back of a car, with Thamma in the middle seat in front of us. For an unknown reason, Chotu and I began the exercise of translating a song from Lion King into Bangla. We peppered Thamma with questions about translations for every word, laughing hysterically at the clunky result we came up with.

I learned not just a language, but confidence and pride in my culture from her - something that has now become an indispensable part of who I am. I count myself as incredibly lucky to have seen Thamma lead with grace and so grateful to have known her. Missing her always, but finding comfort in the memories we have

Arushi Mukherjee

Thamma is the reason I love my culture the way I do, from speaking Bangla to the second pairs of parents I’ve found in my mashis and kakus, to my love for maacher jhol bhaath. I always left time with her feeling loved and having learned something new, and she was the woman I needed as I grew up with my own Didas and Dadus thousands of miles away. Her effect on us is indescribable; when people ask me about her, I say she taught me Bangla, but she is so much more than that, and I am still finding the right words to convey that. Sitting on the couch with her as she told me to eat enough Calcium, taking her out to lunch where she asked about college and friends, eating her cooking with her at the dining table while she looked after me for the week; these are the memories that will stay with me forever. Thamma will stay with me forever. She is irreplaceable, but her legacy and values are now ours to carry on, and we will, with pride.

Devarghya Chakraborty

One fine Sunday afternoon when I was 6, I was thrown onto the booster seat of our car and taken to the Hindu Temple. As I nervously climbed up the stairs, not knowing what to expect next, I saw Thamma. Amid several children zapping and chirping across the hallway, she sat there on a stool, calm yet vigilant, like a quail guarding her nest. Knowledge formed her shape, and affection, her demeanor. She placed her hand on my head, ushered me to the classroom, and embraced me into the greater Bangla School family. She taught us “অ আ, ক খ”, not just of Bengali alphabet, but of life, a life rooted in knowing where we come from and the great cultural heritage that we have an obligation to pass on to others. Thammalived that life in completeness, and she held the lamp and showed us the way.

Rhea Chaudhuri (Putul)

As far back as I can remember, Thamma has always been an embodiment of kindness, compassion, and comfort. She created such a strong foundation and community at Bangla School, and that is what made it such an enjoyable and important part of my life. Being a part of the Bangla School family gave me some of my fondest childhood memories. It helped me appreciate, love, and learn about my culture, as well as sparked my passion for drama and theater. From going and learning how to read, write, and count every Sunday to the busy and fun natok rehearsals, and performing at every Durga and Saraswati Pujo, I cherished every moment of it. I will forever remain grateful to Thamma for creating this loving and supportive community that shaped me to be the person I am today.

Sukanya Basu (Riji)

For so many of us, especially those of us whose families still reside in India, Thamma was our connection to our language, our culture, and our heritage as a whole. To me, Thamma was that and more. I'll remember her as the woman who would humor us by "casting spells" with a homemade wand in her hand and taught me my mother tongue from her kitchen table. I remember the last time I went out for lunch with her, we talked about everything the way old friends do. We spoke about so many things that day and even in that conversation I remember her patiently correcting random grammatical errors in my Bangla, knowing full well that she had taught me the correct phrasing ages ago.

It's a true testament to her character that each of us have managed to write how she has touched our lives in equally unique and personal ways. There are no number of words that can be used to adequately describe the impact she's had on my life, but I'm truly so grateful for the memories I have with her and the amazing gift she has given me simply by being our Thamma.

Binku Babu (Amrit Ghosh)

Thamma was the most elegant, kind-hearted, and loveable person. Even though we lived away from my grandparents, Thamma always treated us with the same unconditional love that a grandparent would give. She didn't just teach us how to read and write Bengali; she taught us to cherish our culture and gave us pride in our language.

Every year, after Puja, Thamma would make mishti with her own hands and give each of us a personal gift. I remember how every Puja, I anxiously waited for Thamma's gift; I still believe her mishti were the best I've ever tasted.

With her adoration and gentle teaching, Thamma taught us that no matter where we are, we can continue to respect and maintain our own rich culture and heritage. We will always cherish Thamma's pride in our culture. I miss her very much, but I will remember Thamma at every moment - every time I speak Bengali, every time I eat mishti, every time I attend Puja.

I love you so much, Thamma - you will always be in my heart.

Sagnik Raha

As I mentioned to Ritodhi earlier this year, Thamma was and still is the Most Valuable Player (MVP) of the entire Bengali community in DFW. Through Bangla School, I met lifelong friends who without Thamma's program, I would've never established that bond and connection with. She was a Thamma or basically another Grandmother to generations of students. My brother and I would make it a point to talk to her at every single event we saw her at and give her a quick run-down on our lives. She had a great memory and was always genuinely interested in what we had to say. Just by doing that, I felt the relationship with her grow stronger as we got older.

Sarbik Saha

Ever since I was born, I always remembered the first thing I did when I got to any event within the community was to make sure I gave a hug to Thamma. It was that way for the past 20 years. So every single time I saw Thamma, I would go up to her and give her that hug. In those hugs, I was protected—not even by someone within my own physical family but by someone whose embrace let me rest in the palms of her wisdom. She felt like a safe haven, letting me explore my own life’s journeys only to know that no matter what, I could always walk up to Thamma and let her embrace me with the comfort and knowledge of a lifetime. I will never take that comfort for granted. That comfort and her constant check-ins made me confident. Her comfort allowed me to live my life knowing that I could always come back home and be protected by the community that I’ve grown up in. She was always that protector, that face that I pictured when I thought of my community or my home. She was always the guardian. Now imagine that she was the same way for every other kid in the Bengali community too, I think that’s pretty special.

Mitali Mathur

I admired how invested Thamma was in the lives of everyone in the community. She was always there to not only teach us, but also cheer for us — at BADFW community events, dance recitals, piano performances, graduations etc. I am so thankful to have grown up with her and to have experienced her love.

Archishman Ganguly

Thama had a great effect on my life. Her warmth and affection helped shape me to be the human being I am today. Without her I would never be able to read and write Bangla as well as I do today. Thank you so much Thama for the memories and knowledge you have passed on to me..pranam Thamma

Purujit Chatterjee(Chotu)

Growing up, I had the incredibly difficult task of sharing my vibrant, graceful, and beloved Thamma—and I made sure everyone knew that she was my Thamma. But I quickly began to appreciate that, through Bangla School, Thamma had created an entirely new family that I grew equally proud to be a part of. One that was bound by a love of language and culture and connected to our homeland under the nurturing and passion of a loving matriarch. She was a teacher, through and through, and her voice would raise by about 20 decibels whenever she had the opportunity to talk about linguistics. I loved seeing that spirit in her eyes and the pride in her wide grin at any sight of her nathu’s and nathni’s. She was always so deeply proud of us, and we were all so fortunate to have had her as our collective Thamma.

Maya Mukherjee

I am so proud to have known such an endearing woman like Thamma. When I began Bangla school with her, I remember how she treated me and my brother as if we were her own grandchildren. When we came to discover that Thamma was very good friends with my Dadu Bhai from many decades ago, and had known my dad since his childhood, I felt even closer to Thamma! She was basically family! From then on, her and my own Thamma became so close and kept each other company virtually during our Covid lockdowns. I am eternally grateful that my Thamma had such an amazing friend to confide in and keep in touch with while she was in Dallas. The one thing I admired the most about Thamma was her patience. Every week after school, my brother and I went to Thamma's house for Bangla lessons. My brother and I sometimes had trouble focusing, but that didn't discourage Thamma from teaching us with such passion, love, and patience. Thamma has left the strongest legacy within all of us, and she is deeply missed.

Ritodhi Chatterjee

Reflecting on Thamma's influence on me is like a fish pondering how it swims – her warmth and love have enveloped me since before I could speak and shaped me in unfathomable ways I have no hope of articulating. Bangla class, her greatest pride and lasting legacy, was many things: a portal to our ancestral history, a gathering place to bask in the presence of our friends and kakus/mashis, a calming constant among the dizzying blur of adolescence. Every line of Bangla written, kobita recited, and natok performed invited us to tap into the wellspring of our vibrant culture. Guided by Thamma's thoughtful, patient, and (frequently, in my case) stern hands, I learned who I am and who we are. Though her physical form has departed, her limitless affection and wisdom endures in each of us, her beloved pupils and our parents – her adopted daughters and sons. There is no doubt the Bangla school family she began three decades ago will continue to grow and flourish, just as she would have wanted.

Sameeksha Guha (Gungun)

Although I haven't known Thamma as long as many others, the impact she has had on my life is significant. Many people give advice just to do that. However, Thamma was not one of those people because she showed and actively helped me implement the advice she gave me. Not only did she show me how to keep my head held high, she helped me gain confidence in doing things that scared me, like standing on stage, talking to new people, and even speaking in Bengali. When I first joined Bangla School I was very hesitant because I was not as good as everyone else. However, with Thamma's patience and guidance I was able to learn a lot and become more confident in Bengali and I thank her everyday for teaching me with so much love and care as if I was her own grandchild. Thank you Thamma for being such a developmental figure in my life.

Soham Lahiri

Dida: At a very young age, regardless of being blood related or not, Dida has always shown care for me as if I was her own grandson. She showed the proper path to being successful in not only Bangla School but life in general. Although she is not here physically, she will always be in my heart

Srinjoyi Lahiri (Puku)

Dida: We will always find comfort in the treasured memories we have of “Dida” alongside our Bangla School days. I was told after I was born, she had carried me to our home from the hospital. Those who we have loved shall never truly fade. “Dida” lives on in her grandchildren and the younger generation. Our deep love for her has made her a part of us.

Aneesh Majumder

I remember coming across a description of a teacher from the famous philosopher Sidney Hook: "Everyone who remembers his education remembers teachers, not methods and techniques. The teacher is the heart of the educational system." Thamma was not just a teacher; she was an inspiration. She helped shape many generations of students to become the best versions of themselves. She even inspired my stubborn adolescent self. She was the heart and soul of the DFW Bangla school and will always be. Her legacy - the enormous community she shaped, the many memories she forged, the long-lasting friendships she created, the lives she changed - will last for an eternity. The DFW Bangla School was a significant part of my childhood and helped me make many memories I will cherish for the rest of my life but wouldn't have been possible without her. My Sunday trips to the mandir for truly transformational classes, the frenzied but fun Natok practices, and the small conversations we had to help better myself would not be possible without her. With her help, I learned about my roots and much more about my own culture. I will always be indebted to her for her impact on my life and the foundations she laid for our thriving Bengali community. Even though she has passed, Thamma's heart is still beating in the Bangla School and will always be. Like Hook so elegantly said, for every memory I have of my Bengali education, I will never forget Thamma.

Meghna Saha (Titli)

Thamma had so much love to give, and she was a spicy force to be reckoned with. Thamma lived up to her title by feeding you, loving on you, and checking up on you. I remember spending some post-Bangla class Sundays at Sasruta Kaku's house and Thamma feeding us the most amazing meals. I remember her coming to my Manchapravesh and telling me how proud she was of me. But like any grandparent, she also loved to tease! My favorite memories of Thamma are when I would bee-line to her at an event, and while embracing me, she would call me Pethni or Minipagli. I remember not doing my Bangla school homework or memorizing my lines for the Natoks, and she would take the opportunity to roast the heck out of me. Regardless of whether she was loving on you or teasing you, Thamma made you feel all her warmth and you couldn't help but leave the interaction with a huge smile. She was such an integral part of not only my life and understanding of my culture, but my best friends' lives, and my parent's immigration story. There are no words to describe all the hats she wore, all the lives she touched, or the impact she made on our community, so I will end by saying, I love you so much, Thamma.

Rahul Banerjee

Thamma was a great inspiration to all of us and it was evident from the way she conducted herself and her class that she was a very hardworking woman and a great leader. She knew how to delegate tasks especially during natok season, and is why we were always able to put on a great show. Thamma helped countless Bengali children get in touch with our culture in a myriad of ways. Not only did she teach students how to write and speak the Bengali language, but She was such an integral part of not only my life and understanding of my culture, but my best friends' lives, and my parent's immigration story. that has fostered friendships that have lasted for decades. She had a great impact on all of our lives and will be dearly missed.

Nishant Mukherjee

“Thamma was a beloved giant in our community. She was always happy to see you and was always curious how things were going regardless of how many times she may have spoken/talked to you. Every time I had the opportunity of being with Thamma, I gained a further appreciation of life especially because of her sweet and infectious smile. Thamma was many things to our community - a mother, a grandmother, a friend but most importantly she was a teacher. Her lessons went beyond just Bangla; she taught so many of us life lessons and values that will stay with us for the rest of our lives. While there might be a noticeably big hole in our community, Thamma will forever have a permanent place in our hearts.”

Arman Sarkar

Thamma always believed in me especially when I felt nervous about performing in natoks. Her belief and support gave me the confidence to achieve all things.

With Best Compliments from
Sankalp Realtor



There is no must
in art because art
is free.

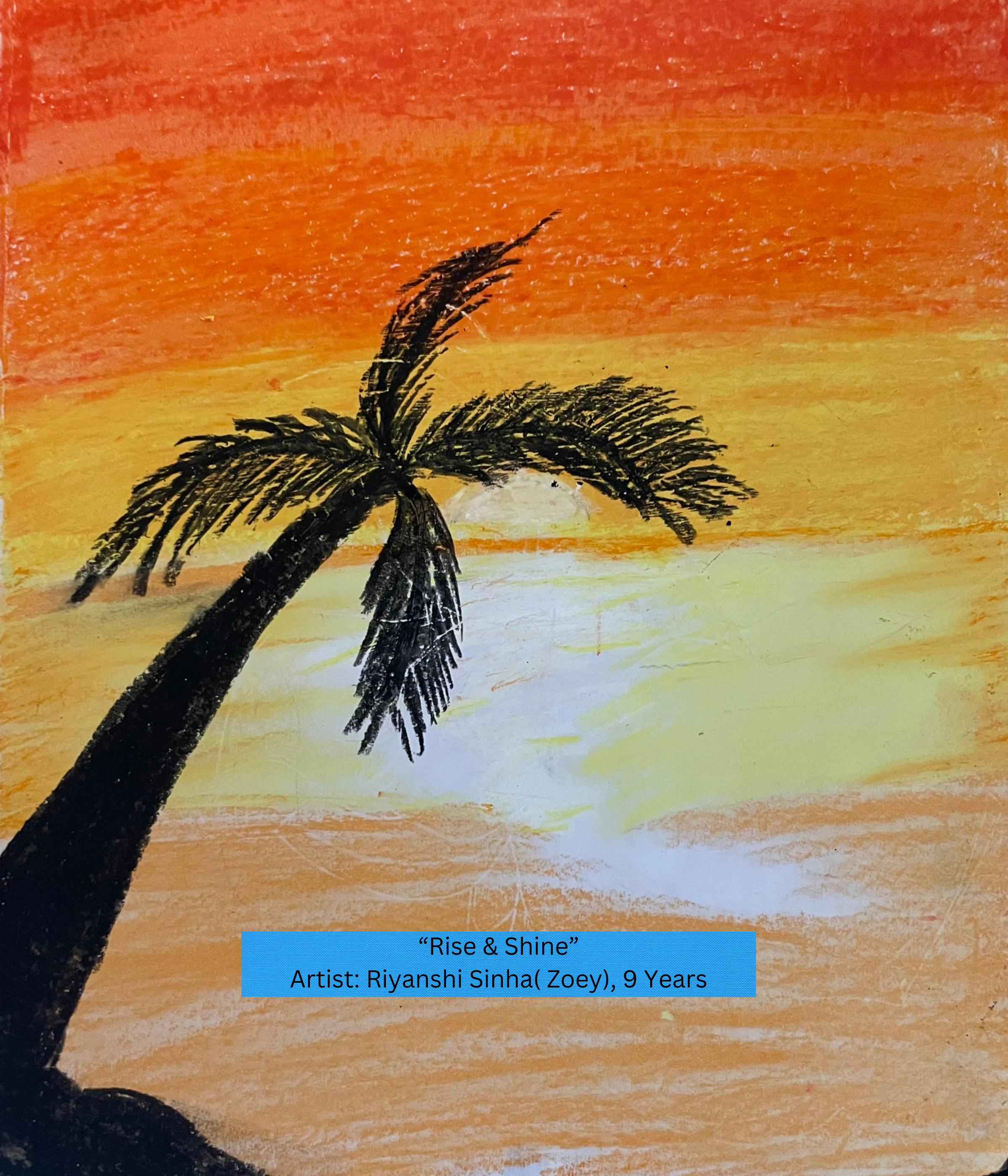
-

Wassily
Kandinsky

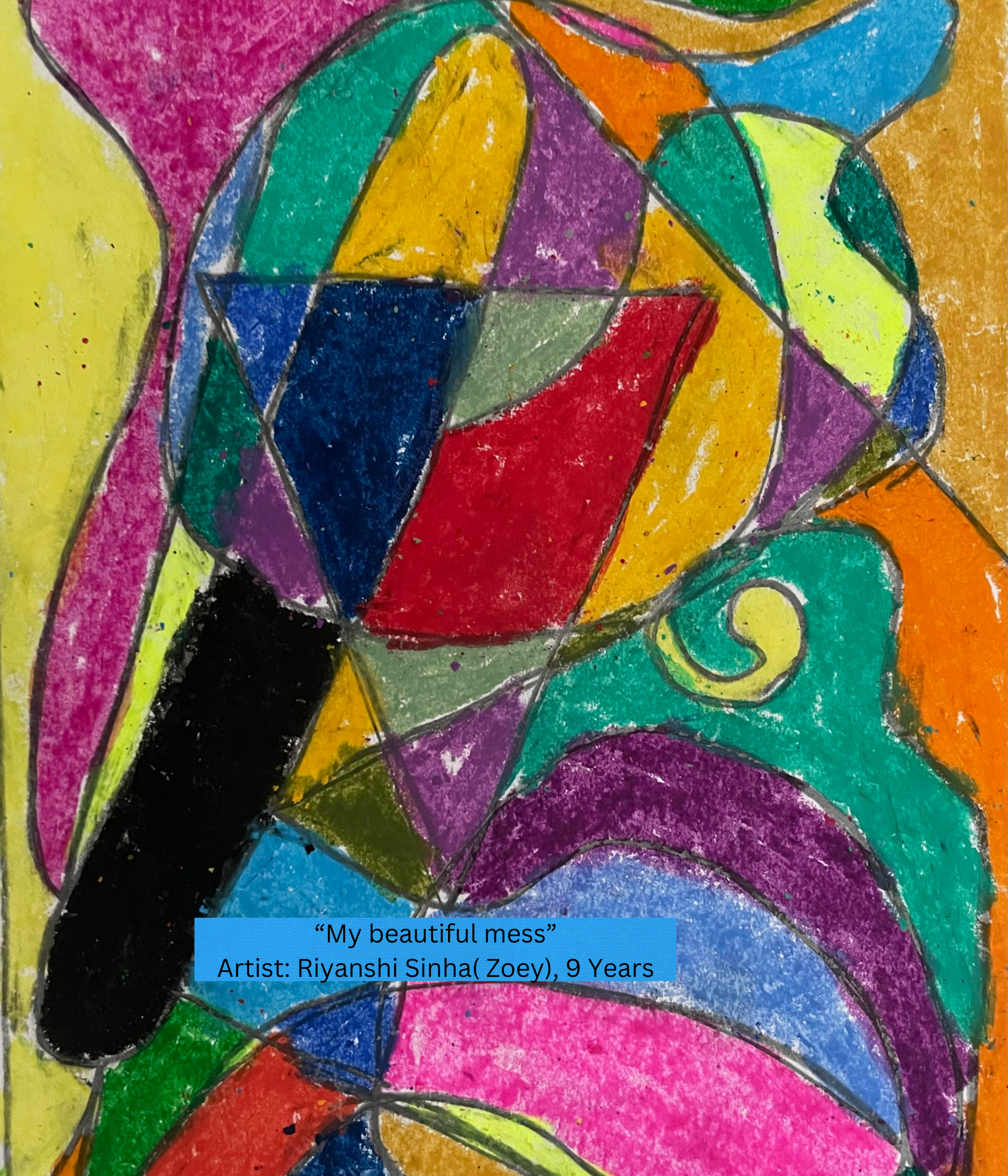
Have fun!



Artist: Awhona(Uma) Ray
7th Grade



“Rise & Shine”
Artist: Riyanshi Sinha(Zoey), 9 Years



“My beautiful mess”
Artist: Riyanshi Sinha(Zoey), 9 Years



Artist
Anvika and Ryka Mitra
7 years old



“Happy flowers”
Artist: Shriyan Sinha (Zeno) , 3 years



ARPIT MANDAL
GRADE 2

Artist: Arpit Mandal
Grade 2



AMRIT MANDAL

GRADE - 2

Artist: Amrit Mandal
Grade 2

ANSH PATEL



ANSH PATEL



Artist: Ansh Patel

Rishav Mukherjee
12 Years.



Artist

Rishav Mukherjee, 12 Years



Artist
Ahon Sen Paul

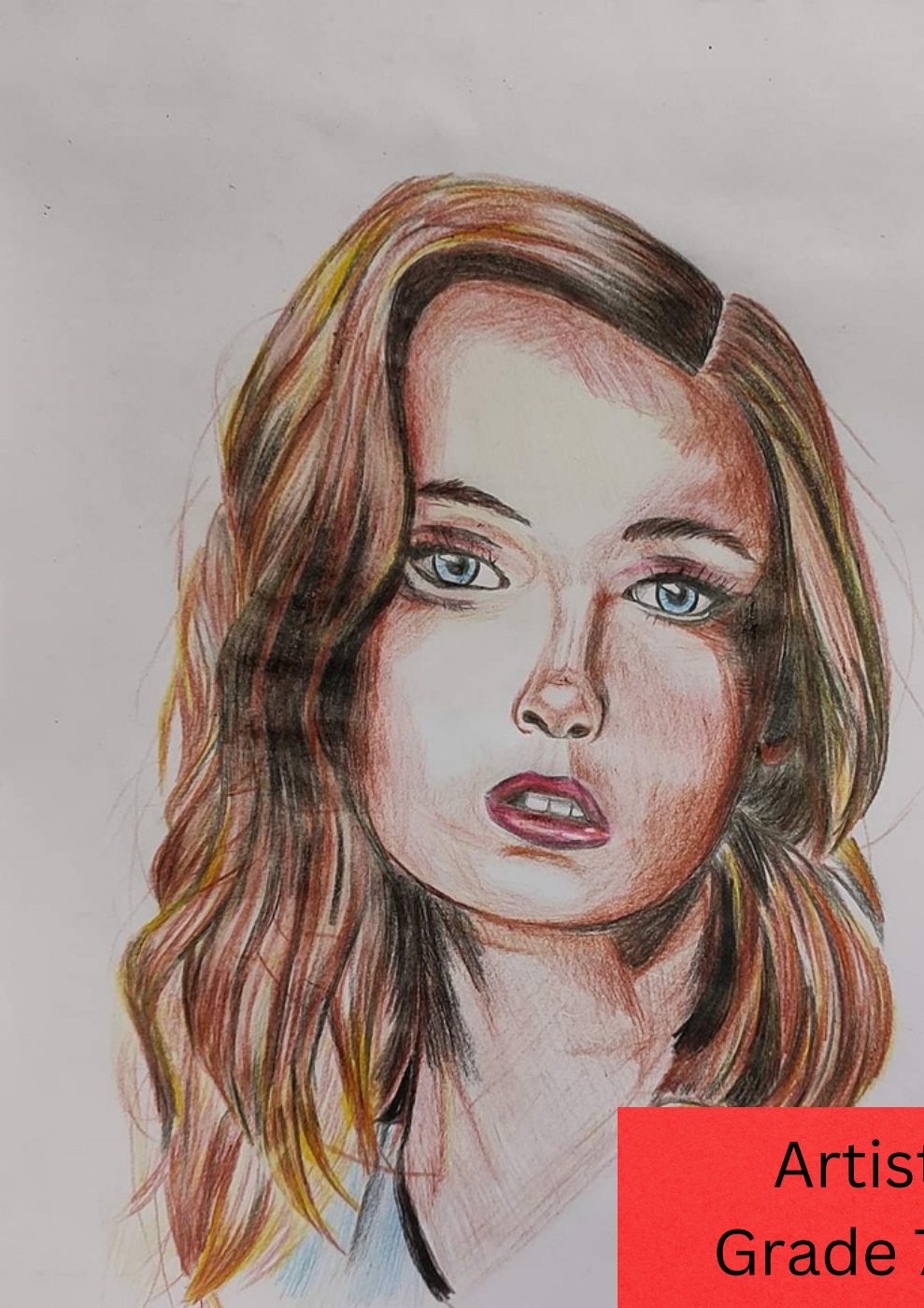
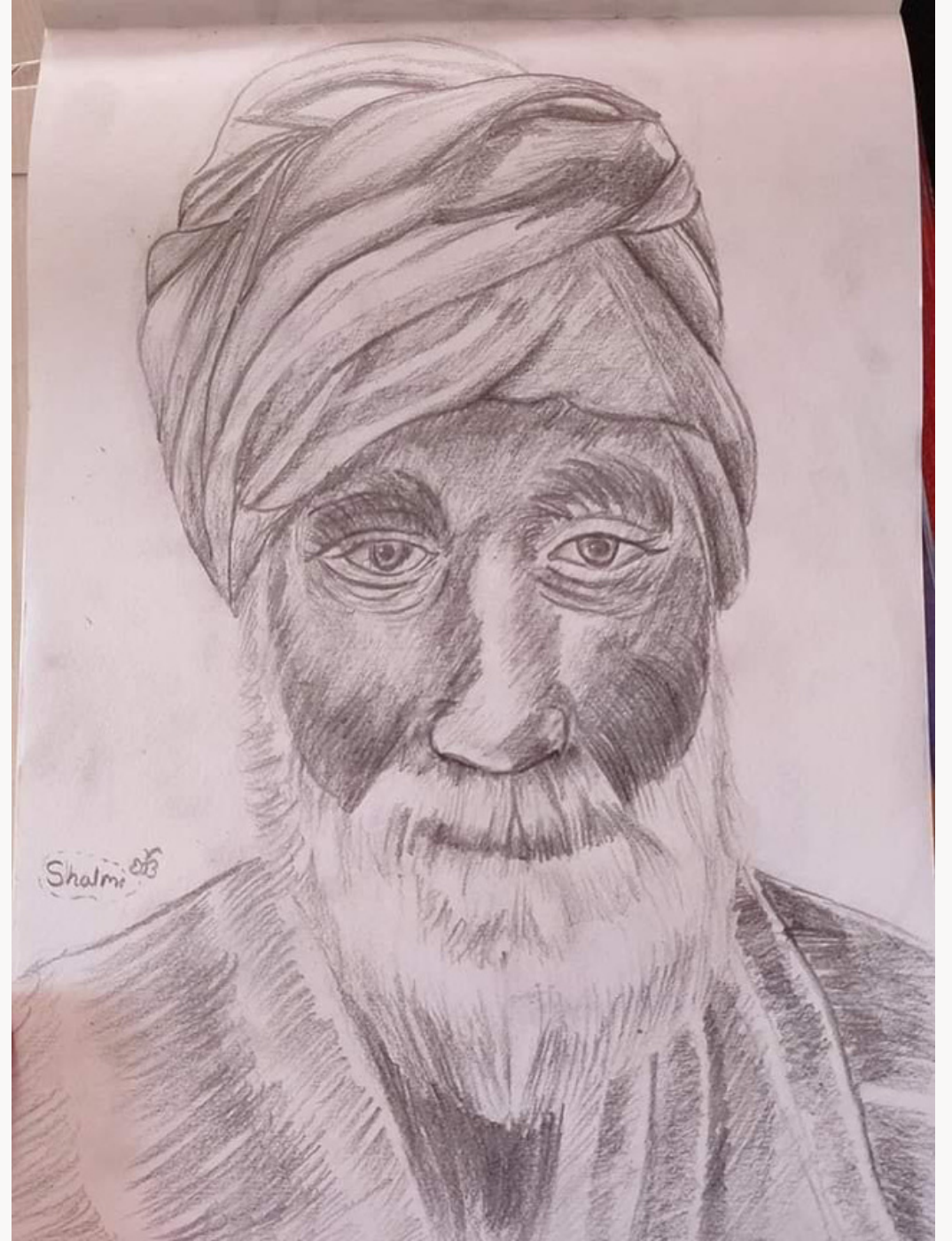




Ayushi Pal



Artist: Shalmi Sen, 11 years
Grade 7, Coppell Middle School



Artist: Shalmi Sen, 11 years
Grade 7, Coppell Middle School

গল্প : একান্নবর্তী

কলমে : তমালিকা ঘোষাল ব্যানার্জী

"নাও, এবার দুধে আলতায় পা রেখে ভেতরে এসো.."

শাশুড়ি মায়ের কথামতো দুধে আলতার পাত্রে পা রাখার পর কম্পিত হৃদয়ে নতুন বাড়িতে প্রবেশ করে স্বরলিপি। শাশুড়ি মায়ের গম্ভীর মুখ, দেখে মনে হয় যেন বেশি কথাবার্তা পছন্দ করেন না। পাশে জ্যেষ্ঠিশাশুড়ি মা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ভারিঙ্কি চেহারা, চোখেমুখে অভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু কেমন যেন থমথমে মুখ। বাড়িটাও তেমনি, বিশালাকার। আচ্ছা, বনেদী বাড়ি হলে কি সেখানকার বাসিন্দারাও মাত্রাতিরিক্ত গম্ভীর হয়! স্বরলিপির মনে প্রশ্ন জাগে।

সত্যি বলতে কি, এই বাড়িতে বিয়ের সম্বন্ধ আসায় সে কিছুটা দ্বন্দ্ব পড়ে গিয়েছিল। আর্থিক অবস্থার ফারাক তো একটা রয়েইছে, তার উপর আবার বেশ বড়োসড়ো যৌথ পরিবার। সেখানে স্বরলিপি ছাপোষা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। মেয়ের বিয়ের জন্য এমন সম্বন্ধ আসতে স্বরলিপির বাবা মায়ের খুশির অন্ত ছিল না। কোন বাবা মা চান না যে তাঁদের মেয়ের শ্বশুরবাড়ি এমন অভিজাত্যপূর্ণ হোক, এমন সুপাত্র তাদের জামাই হোক! পাড়ার রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যায় স্বরলিপির গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তার জ্যাঠাশ্বশুর মশাই সটান তাদের বাড়িতে ভাইপোর জন্য বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে হাজির। স্বরলিপির পাড়ায় তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়ি, সেখানে এসেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্বরলিপির গান শোনা।

স্বরলিপির ছোট্ট সুখী পরিবার। সে, তার বাবা, মা, ভাই আর ঠাকুমা। ঠাকুরদা অনেকবছর আগেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন। বিয়ের আগে শুনেছিল তার হবু শ্বশুরবাড়ি বড়ো পরিবার। সকলের মনের মতো হয়ে সকলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সে চলতে পারবে কিনা কেজানে! এই সংক্রান্ত একটা ভয় তার মনের মধ্যেই ছিল। আর এখন শ্বশুরবাড়িতে পা রেখে দেখে তিলধারণের জায়গা নেই। অতো বড় উঠোন মেয়ে বউদের ভিড়ে ছয়লাপ হয়ে রয়েছে।

মাসখানেক কেটে যায়। একান্নবর্তী পরিবার নিয়ে স্বরলিপির ভয় খানিকটা কাটলেও পুরোপুরি যায়নি। সে তার সাধ্যমতো মানিয়ে চলার চেষ্টা করে। তবে অপ্রীতিকর কোনো পরিস্থিতিতে এখনও পর্যন্ত পড়তে হয়নি। বিয়ের আগে তার জ্যাঠাশ্বশুর মশাই জানতেনই স্বরলিপি সঙ্গীত নিয়ে পড়াশোনা করছে, তার ইউনিভার্সিটির পড়া এখনও চলছে। সেটা অবশ্য সে বিয়ের পরেও আগের মতোই সাবলীলভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। তবে রেওয়াজ করার সময় নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয় যাতে তার গানের শব্দে কারুর কোনো কাজে ব্যাঘাত না ঘটে।

দেখতে দেখতে পূজো চলে আসে। স্বরলিপির মনে খুব আনন্দ, বিয়ের পর প্রথম পূজো। এমনি তো মাঝেমধ্যেই বাড়িতে যায়, পূজোর সময়েও যেতে পারবে। সকলের সঙ্গে একসাথে ঠাকুর দেখতে বেরোবে। যে জায়গায় সে ছোটো থেকে বড়ো হলো, পূজোর সময় সেখানে না গেলে যে তার আনন্দ অপূর্ণ হয়ে যাবে। তবে এই ব্যাপারে জ্যেষ্ঠিশাশুড়ি মায়ের অনুমতি নিতে হবে। এখানে মেয়ে বউদের কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে তাঁর অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু মুশকিলটা হলো জ্যেষ্ঠিশাশুড়ির সঙ্গে কথা বলতে স্বরলিপির কেমন ভয় ভয় লাগে। এমনকি নিজের শাশুড়ি মায়ের সঙ্গেও বেশি কথাবার্তা সে এড়িয়ে চলে। এঁরা দু'জন একটু বেশিই গম্ভীর। সেই তুলনায় অন্যান্য খুড়তুতো শাশুড়ি মায়াদের মুখে অল্লস্বল্ল হাসিও দেখেছে সে।

এক রবিবারের দুপুরে পায়ে পায়ে দালানে গিয়ে স্বরলিপি হাজির হয়। তার শাশুড়ি মা এবং জ্যেষ্ঠিশাশুড়ি মা দু'জনে মিলে গল্পে মশগুল। তাকে দেখতে পেয়ে শাশুড়ি মা বলে ওঠেন, "কি ব্যাপার? কিছু দরকার?"

শাশুড়ি মায়ের ভাবভঙ্গী স্বরলিপির কেমন যেন শ্রীমতী উমারাণী বালিকা বিদ্যালয়ের বড়দির মতো লাগে। স্কুলে পড়াকালীন বরাবর সে বড়দিকে সমীহ করে চলতো। শুধু সে-ই নয়, স্কুলের প্রত্যেকটি ছাত্রী। ক্লাসে গোলমালের সময় তিনি যদি পাশ দিয়ে যেতেন একমুহুর্তে ঘরে পিনপতনের নিস্তব্ধতা ছেয়ে যেতো। শাশুড়ি মায়ের কথাখানা ঠিক যেন বড়দির মতো শোনায়। থতমত খেয়ে বলে ওঠে, "আমি কি পূজোর সময় বাবামায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারি?"

এবার ঘুরে তাকান জ্যেষ্ঠিশাশুড়ি মা। গম্ভীরমুখে বলেন, "কেন যাবে না! মা দুগ্ধা স্বয়ং বাপেরবাড়িতে আসছে, তুমিও যাবে। তবে অষ্টমীর দিন ভোর ভোর চলে এসো। এবাড়িতে মায়ের পূজো হয়। ওইদিন পুষ্পাঞ্জলি থাকে। তোমার বাপেরবাড়ির লোকজনদেরও সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। সমু গাড়ি নিয়ে আনতে যাবে 'খন।"

ঘরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে স্বরলিপি। যাক, একটা বড়ো কাজ হয়ে গেলো। এই অনুমতি নিতে গিয়েই তার কালঘাম ছুটে যাওয়ার দশা।

কয়েকদিন পরের কথা। স্বরলিপি নিজের মতো পড়াশোনা করছিল। এমনসময় এক পরিচারিকা এসে জানায় জ্যেষ্ঠিশাশুড়ি মা ঠাকুরদালানে তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কী বলবেন কেজানে! দুরুদুরু বুকে স্বরলিপি হাজির হয় সেখানে। গিয়ে অবাক হয়ে যায়। দেখে আরো বউয়েরা উপস্থিত হয়েছে। জাঠতুতো, খুড়তুতো, জ্ঞাতিতুতো। সকলেরই হাসিমুখ। স্বরলিপি বুঝতে পারে না ব্যাপারটা কি।

এমনসময় চার পাঁচজন শাড়ি বিক্রেতা ভদ্রমহিলা দু'হাত ভরে বড়ো বড়ো ব্যাগ নিয়ে উপস্থিত হন, সঙ্গে স্বরলিপির জ্যেষ্ঠিশাশুড়ি মা।

"নাও গো, কে কোন শাড়ি নেবে পছন্দ করে নিয়ে নাও!" হাঁক দেন তিনি।

অমনি সব বউয়েরা হুড়মুড়িয়ে শাড়ি দেখতে শুরু করে দেয়। কিছুটা ইতস্তত করে স্বরলিপিও একখানা শাড়ি পছন্দ করে। কিন্তু কিসের উপলক্ষ্য সেটা বুঝতে পারে না। তাকে দেখতে পেয়ে জ্যেষ্ঠিশাশুড়ি মা দাবড়ানি দেন, "একটায় কী হবে! অন্তত পাঁচ ছয়খানা নাও। পুজোয় কি রোজ একটাই শাড়ি পরে ঘুরবে! পছন্দ না হলে এদের দিয়ে আবার কাপড় আনাবো।"

ওই শুনে স্বরলিপি আরো তিনখানা নেয়। সবাই মিলে একসঙ্গে এই শাড়ি নেওয়ার ব্যাপারটা বড়ো ভালো লাগে তার। যেন উৎসব বসেছে।

পূজো চলে আসে। পঞ্চমীর দিন ঠাকুরদালানের কাজকর্ম গুছিয়ে দিয়ে ষষ্ঠীর সকালে বোধনের পর মা দুর্গার মুখ দেখে প্রণাম সেরে স্বামীর সঙ্গে বাপেরবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয় স্বরলিপি। তাকে দেখে বাড়ির সকলেই আনন্দে আত্মহারা। ঠাকুমা তাকে কাছে বসিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। ভাই তো সঙ্গই ছাড়ে না। সন্ধ্যে হতেই সকলে মিলে ঠাকুর দেখতে যাওয়া, ফুচকা খাওয়া, আলুকাবলি খাওয়া হয়। সপ্তমী কাটিয়ে অবশেষে অষ্টমী এসে পড়ে। ভোর ভোর সকলকে নিয়ে স্বরলিপি শ্বশুরবাড়ির পথে যাত্রা শুরু করে। মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে স্বরলিপির বাড়ির লোকেরা মন্ত্রমুগ্ধ। বনেদী বাড়ির পূজো তাঁরা আগে কখনো দেখেননি। এলাহী আয়োজন, গোটা বাড়ি সুন্দর করে সাজানো, ঠাকুরদালান লোকে লোকারণ্য। সারাটা দিন খুব আনন্দের সঙ্গে উদযাপন করে রাতের বেলায় বিদায় নেন তাঁরা।

নবমীর দিন সকালে স্বরলিপি ঘুম থেকে উঠে দেখে গোটা বাড়িতে হুলস্থূল পড়ে গেছে। স্বামী সৌম্যদীপও কখন উঠে চলে গেছে। তাড়াহুড়ো করে পরিষ্কার কাপড় পরে রান্নাঘরে যেতে গিয়ে দেখে তার বড়ো জা প্রিয়দর্শিনী তাকে ডাকছে।

"হেঁশেলে কী করতে যাচ্ছে! এদিকে এসো।"

বড়ো ঘরে প্রবেশ করে স্বরলিপি তো অবাক। সব বউদের জলসা বসেছে। কেউ কারুর চুল বেঁধে দিচ্ছে, নখে নেলপলিশ লাগিয়ে দিচ্ছে। কয়েকজন আবার গোল হয়ে বসে হালফ্যাশনের ম্যাগাজিন পড়ছে আর হি হি করে হাসছে। স্বরলিপির শাশুড়ি মা আর জ্যেষ্ঠিশাশুড়ি মা মনের সুখে "এই পথ যদি না শেষ হয়" গান ধরেছেন। কিছু পরেই তাঁদের দু'জনের নাটকীয় ভঙ্গীতে "তুমি বলো, তুমি বলো" দেখে সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। এইসব কাণ্ডকারখানা প্রত্যক্ষ করে স্বরলিপির তো চোখ কপালে ওঠার জোগাড়।

"আজকের দিনটা শুধু আমাদের।" একগাল হেসে বলে প্রিয়দর্শিনী। "আজকের সব কাজকর্ম বাড়ির পুরুষমানুষরা করবে। যাও, স্নান সেরে নতুন একটা শাড়ি পরে এসো।"

দুপুরে খেতে বসার সময় তো আরেক কাণ্ড। দালানে পরপর লম্বা করে মেয়ে বউরা খেতে বসে গেছে। রান্নাবান্নার জন্য তো পাচকঠাকুর রয়েইছেন, পরিবেশনের দায়িত্ব বাড়ির ছেলেদের। অন্যরা থালায় নুন, লেবু, ভাত, ডাল ও বেগুনি দিয়ে যাওয়ার পর পাঁচমিশালি সবজির তরকারির বালতি হাতে হাজির হন স্বরলিপির জ্যাঠাশ্বশুর মশাই। তাঁর পরিবেশনের বহর দেখে জ্যেষ্ঠিশাশুড়ি তো স্বামীর উপর যারপরনাই বিরক্ত।

"কী যে করো! আমরা বচ্ছরভর খেতে দিচ্ছি, আর তুমি একদিনেই কাত! ভাতের উপর তরকারি দিচ্ছ কেন? এইতো পাশে জায়গা রয়েছে, এখানে দিতে পারছো না!"

জ্যাঠাশ্বশুর সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন, "এহেহে, ওটুকু ভুল হয়ে গেল। আসলে বছরে এক দু'বার দিই, অভ্যেসটা চলে গেছে, বুঝলে তো! এককালে কতো বিয়েবাড়ি পৈতেবাড়িতে খাবার পরিবেশন করেছি! এইতো মান্তর মুখেভাতেই করেছিলাম। কীরে মান্ত, বল!"

জলের জগ হাতে পাশে দাঁড়ানো মান্ত একগাল হেসে বলে, "সে আমি কীভাবে বলবো বলো জ্যেঠু! মুখেভাতের কথা কী আর আমার মনে থাকবে!"

"যেমন বুদ্ধি!" স্বরলিপির জ্যেষ্ঠিশাশুড়ি মা ঠেস মেরে বলেন।

"আচ্ছা আচ্ছা, তোমাকে নাইয় আর দু'টো বেগুনি দিচ্ছি। অ্যাই কে আছিস, আমার বউকে দু'টো বেগুনি দিয়ে যা।" জ্যাঠাশ্বশুর মশাই হাঁক ছাড়েন।

"চং দেখে আর বাঁচিনে! ছেলেপুলেদের সামনে যতোসব রঙ্গ!" জ্যেষ্ঠিশাশুড়ির বিরক্তিবাব কাটে না। অন্যান্য মেয়ে বউরা হাসি চাপে।

স্বরলিপির যদিও একটু লজ্জা লজ্জা করছিল, স্বামী, ভাসুরঠাকুর, শ্বশুরমশাইরা তাকে খাবার পরিবেশন করছিলেন বলে। তবে তার অবাক হওয়ার আরো কিছু বাকি ছিল।

বিকেল হতেই প্রিয়দর্শিনী স্বরলিপির ঘরে এসে তাড়া মারতে থাকে, "চটপট রেডি হয়ে নেবে কিন্তু!"

"কেন বলোতো?" বিস্মিত হয় স্বরলিপি।

প্রিয়দর্শিনী মুচকি হেসে বলে, "আজ আমাদের জলসা আছে।"

"কোথায় জলসা? কী হবে সেখানে?"

"সবকিছু এখনই জেনে নেবে নাকি! বেরিয়ে জানতে পারবে।"

স্বরলিপি একখানা বালুচরী শাড়ি পরে, সঙ্গে হালকা সোনার গয়না। খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। সেজেগুজে প্রিয়দর্শিনীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়। প্রিয়দর্শিনীকেও অপূর্ব লাগছে।

"রেডি? চলো চলো!" বলে স্বরলিপির হাত ধরে টানতে টানতে ব্যস্ত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে প্রিয়দর্শিনী।

"দিদিভাই, গুড্ডু যাবে না?" স্বরলিপি জিজ্ঞাসা করে।

"না, ওকে আজ ওর বাবা সামলাবে।" প্রিয়দর্শিনী একগাল হাসে।

দালানে পৌঁছে দেখে কি কাণ্ড! পরিপাটী করে সেজেগুজে বাড়ির মেয়ে বউরা উপস্থিত। স্বরলিপির দেখতে পেয়ে জ্যেষ্ঠিশাশুড়ি মা বিরক্তমুখে বলেন, "এই তোমাদের জন্যই দাঁড়িয়ে রয়েছি। চলো চলো।"

জ্যেষ্ঠিশাশুড়ি মাকে দেখে তো স্বরলিপির বিস্ময়ের অবধি নেই। ভারি স্ক্রি চালের সিল্কের একখানা জমকালো শাড়ি পরেছেন। গলায় সোনার হার, খোঁপায় ফুলের মালা। জ্ঞাতিতুতো ননদ সম্পূর্ণকে বারবার জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছেন, "কীরে, মালাটা তো আটকালি। খুলে যাচ্ছে নাতো?" সম্পূর্ণা তাঁকে আশ্বস্ত করে করে আর পারে না।

সকলের সঙ্গে স্বরলিপি অনতিদূরে এক মাঠে এসে উপস্থিত হয়। সুন্দর করে সাজিয়ে বসার জায়গার বন্দোবস্ত করা হয়েছে, সামনে স্টেজের ব্যবস্থাও রয়েছে। চারপাশে বিভিন্ন রঙের আলোর ছটা। সবাই এসে বসতে আলো কমিয়ে বাড়িয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক থেকে দর্শক সকলেই মহিলা। ছোটরা স্টেজে উঠে আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করে। মেয়েরা সমবেতভাবে গীতিনাট্য উপস্থাপন করে। স্বরলিপির ভীষণই ভালো লাগে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এমনসময় ঘোষণা করা হয় বাড়ির বয়স্কাদের নৃত্য পরিবেশনা এবার শুরু হবে। প্রিয়দর্শিনী স্বরলিপিকে একটা ঠেলা মেরে মুচকি হেসে বলে, "দেখোতো, কাউকে চিনতে পারো কিনা?"

নাচ শুরু হয়, "আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি.." গানের তালে তালে। কোনো একজন কাকিমা গোছের ভদ্রমহিলা ছেলেদের মত পোশাক পরে পথিক সেজেছেন, দূর থেকে স্বরলিপি ঠাহর করে উঠতে পারে না। নাচ চলতে থাকে। রাঙা কাকিমা আর শুক্তি কাকিমা ওই পথিকের সঙ্গে চমৎকার নাচছেন। এমনসময় গানের মধ্যে বেজে ওঠে, "যখন ফুরিয়ে বেলা চুকিয়ে খেলা তপ্ত ধুলার পথে, যাব ঝরা ফুলের রথে, তখন সঙ্গ কে লবি!"

"লব আমি মাধবী.." বলে স্টেজে যিনি প্রবেশ করলেন তাঁকে দেখে স্বরলিপির চোখ উল্টে পড়ে যাওয়ার জোগাড়। জ্যেষ্ঠিশাশুড়ি মা ওই ধড়াচূড়া পরেই মাধবী সেজে নাচ করতে চলে এসেছেন। দেখে বোঝা যাচ্ছে, ওনার এই নাচ পূর্বপরিকল্পিত। ঠিক ঠিক পদক্ষেপে নেচে চলেছেন এবং বাকিরাও যথার্থভাবে সঙ্গত দিচ্ছেন।

"কী, চিনতে পারলে?" প্রিয়দর্শিনী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে।

"দিদিভাই!" একরাশ উচ্ছ্বাস নিয়ে চোখ গোল গোল করে বলে স্বরলিপি।

অনুষ্ঠান এবার শেষের পথে। এমনসময় যিনি পথিক সেজেছিলেন তিনি হস্তদন্ত হয়ে এসে স্বরলিপির হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে স্টেজের কাছে একটি মেয়েকে বলেন, "এইযে, আমার বৌমা গান গাইবে। তখন বলছিলাম না!"

"মা!" স্বরলিপির সম্বোধনটা প্রায় চিৎকারের মতো শোনায। আশেপাশের বউরা সবাই হাসতে থাকে। পথিকের বেশে ছেলেদের পোশাকে স্বরলিপির শাশুড়ি মা সেই মুহূর্তে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেও সামলে নিয়ে বলেন, "হ্যাঁ, তো কী হয়েছে! আমি কতো ছোটোবয়স থেকে নাচ করেছি তুমি জানো! "অমল ও দইওয়ালা"তে অমলের পার্টও করেছিলুম। সকলে ধন্য ধন্য করেছিল।"

"না মানে, আমি তো প্র্যাকটিস করে আসিনি!" স্বরলিপি আমতা আমতা করে।

"প্র্যাকটিস আবার কী! প্রতিদিনই তো রেওয়াজ করো। আর এবার থেকে ঘরের দরজা খুলে রেওয়াজ করবে। তাহলে আমরাও ভালো করে শুনতে পাবো।"

সেই সন্ধ্যায় স্বরলিপির গান শুনে সকলে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানের শেষে ফুচকা বিক্রেতার কাছ থেকে সবাই মিলে একসঙ্গে ফুচকা খেতে খেতে স্বরলিপির মনে হচ্ছিল তার শাশুড়ি মা এবং জ্যেষ্ঠশাশুড়ি মায়ের মুখখানা যেন একটু বেশিই প্রসন্ন।

"সামনে লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, ভাইফোঁটা। আরেকপ্রস্থ করে সব হবে আবার!" স্বরলিপির কানে ফিসফিস করে বলে প্রিয়দর্শিনী।

সেদিন একান্নবর্তী পরিবার সংক্রান্ত সমস্ত ভয় স্বরলিপির মন থেকে মুছে গিয়েছিল। উপলব্ধি করেছিল, সব বাড়ির মতোই যৌথ পরিবারেও কিছু নিয়মকানুন অবশ্যই থাকে, কিন্তু সেই সঙ্গে আনন্দের স্বাদও কম কিছু থাকে না।

(সমাপ্ত)

The Snake & The Gem

By Ayushman Banerjee

Jeff just finished his breakfast with egg & toast. He's on the ride to class #201, Mrs. M's Class. On the bus he met a new friend named Joe. They were both 15 years old and from New York. He was told by the bus driver, "there's a prestigious gem worth \$150,000, 2,000 years old, Jeff. No one has ever found it, so if you find it, you keep it."

They were desperate to find the gem. Soon their luck was rising and figured out everyone was surprisingly absent from class. Jeff calmed down by breathing, he took Joe with him and rolled on. But first he needed a plan to find the gem, so he found some suspicious holes once he found a shovel at a pawn shop and dug it underground. His plan was to sneak in from behind, and once he found the snake, he would take cover and steal the gem. "Let's start rolling and find the gem, we've got no time to waste, Joe!", commanded Jeff. 2 hours gone. No clue. "I'm getting tired", says Joe. "You can't be", says Jeff. Then he went back in the holes. He knew the path would be covered, so he used the shovel to dig it and found a place labeled, TOP SECRET | No Entry. It looked very suspicious to the two of them. "Hmm, I think the snake's in here.", says Joe. "I think so, too!", says Jeff. So, they hammer down the vault and . . .

Found the snake!!! They instantly took cover and used a knife to kill the snake and yeeted it with their bare hands. Then . . .

They found the 'The Gem'!!!!!!! They jumped and leaped and cheered hooray. "We're finally rich!", says Jeff.

"I agree!", Joe says.

Then they became best friends for life from that time on and that secret gem also helped bring all the kids in the classroom back. "Task completed." Says Joe.



War

By Kairav Banerjee, 8th Grade

Aircraft soar through the sky
Overseeing the blood and gore
and ignoring the blood curdling cries
Soldiers commit unthinkable crimes
Yet for what? The loot of a poor village
is barely worth a dime.

Close to shore, the boats land
And a bloody battle ensues on the hot sand
The sight can rattle a soldier's brain

Upon seeing that one you have military might you will not refrain
from war or feel afraid to fight

Yes, war is a grisly sight
Especially, when its carnage and destruction is at its height
Yes, it is a terror we can and should fight
For peace is what is right



Maa Durga in Art...



Artist

Rishaan Dev , Age 9 years

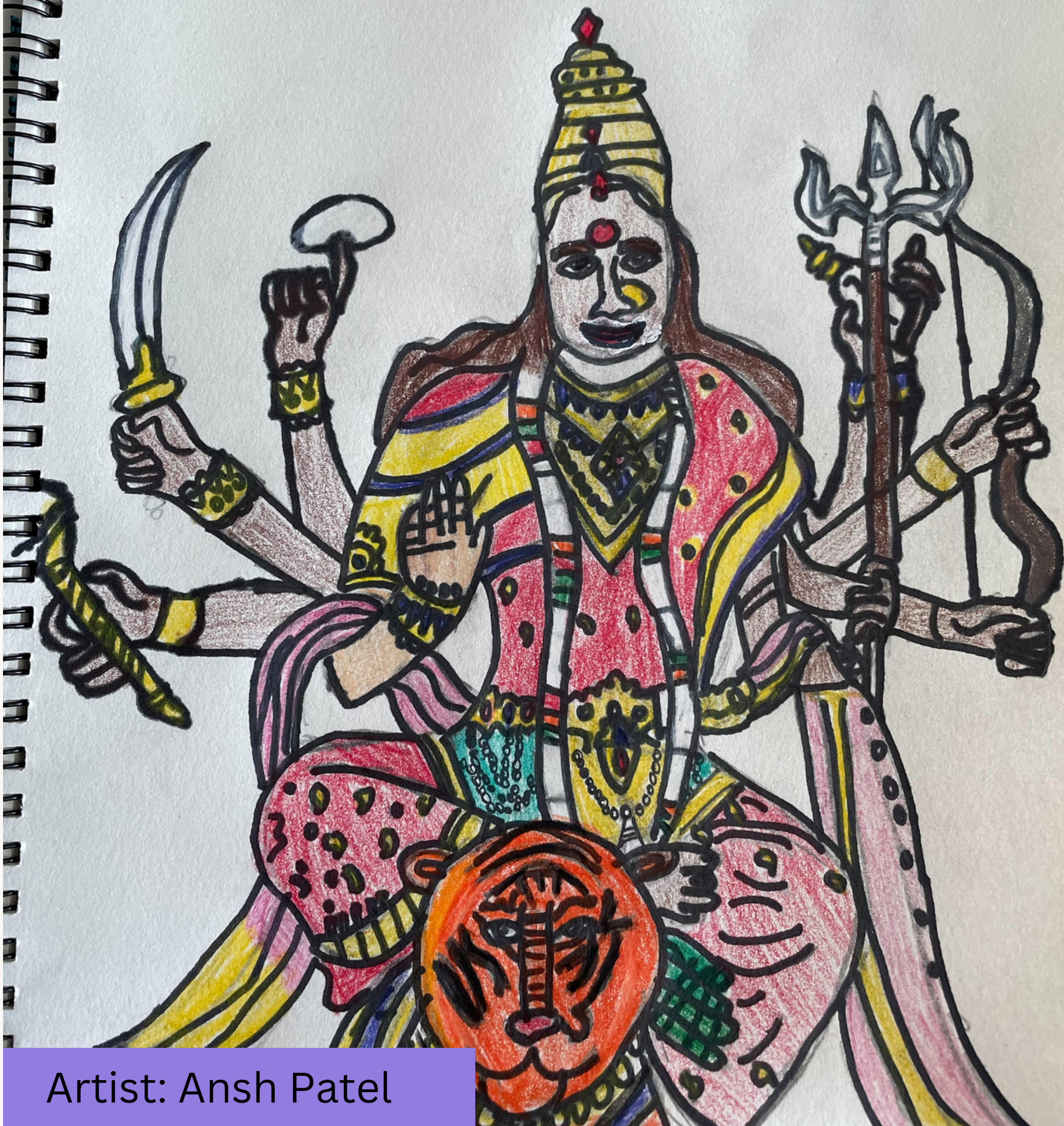
Rishaan Dev



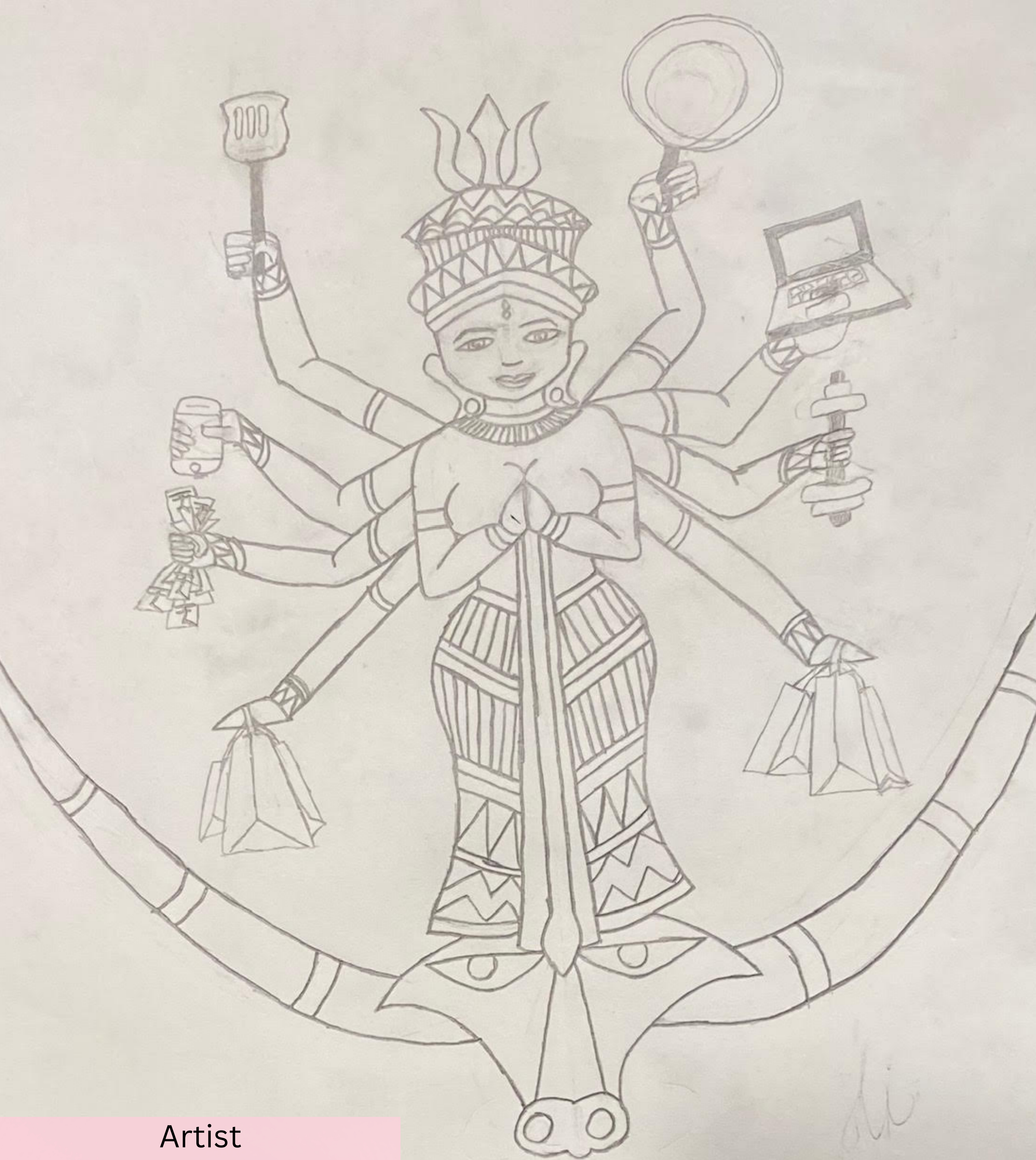
Maa Durga

Artist: Aaniya Sen Paul, 8 Years

ANSH PATEL



Artist: Ansh Patel



Artist

Tannishtha Saha, 11 Years

Durga Puja Greetings

By Srinjoy Pal , Age 14 yrs

Every year for 2-3 days we celebrate the Durga Puja. For me the Durga Puja is a fun time to meet friends who I don't see very often, and I get to spend time and talk to them over the span of a few days.

Other than participating in the puja itself, it's a fun cultural event full of fun shows and good food. Everyone you see is having a good time and has a smile on their face.

I also enjoy volunteering as a VoYager. I get to serve food or help others. Unlike last year, when we were celebrating this event virtually, I'll be able to volunteer again, which is one of my favorite things to do during these days.

Hope you too have a great Durga Puja. Greetings and I hope to see you all during the puja every year!



A Snow Adventure in Ladakh

By Anushka Chattopadhyay , Age 11 years studying in 6th grade

It was a bright blinding white morning , the jays were chirruping without order while I was tying my boot laces with difficulty due to the heavy clothing. Me and my parents were getting ready to drive towards Nubra valley in Ladakh and visit the historical and cultural wonders there. After getting ready we walked stiffly to the door , and got into the car.

We drove for a long time all the while admiring the snowy landscape with its shimmering spots and desolated spaces. There were bits of brown rock jutting out the snow interrupting the otherwise footprint less landscape. After the long drive we reached our first landmark on the itinerary :- Diksit monastery.

We climbed few snow covered stone steps and then reached a flat surface with a golden statue centred upon it . It was a statue of Buddha sitting on a golden cube. The statue was filled with textures, patterns and coloured details , it was truly majestic while also simple and enchanted. Looking up at it calmed and soothed me , it was a peaceful feeling.

We drove for some time and then reached our next destined place. There were dunes all over the landscape and reminded me of perfectly twirled whipped cream, here it was slightly warmer and patches of earth could be seen , and then we saw two big , furry figures. These were Two humped camels , over their brown shaggy fur was a cloth seat buckled, which suggested that it was meant for tourists to ride on it.

The next day, we drove through Chang la pass, the second highest motorable pass in the world. Along the way we saw snowy mountains, partially cloudy skies and rocks jutted out here and there with exceptionally sharp edges. There were many hairpin turns on the road but otherwise a merry and adventurous drive. We spotted many birds varying of different colours and sizes. We also saw a red fox but drove away immediately , since it was the wild and anything could happen.

Then we drove of to Shey village where a famous movie was shot in the school. Downwards there was a small monastery and the Indus River flowing fast by. The river has sustained for such a long time , you could feel the ancient secrets flowing by when you touched it , it was an unreal and powerful feeling.

And then we drove a long way and reached Pangong Tso . The air was cold and extraordinary , it felt like I was flying in another dimension. It was the border between China and India . Beyond the freezing mountains was China and before it was a sea more blue than a blue jay , more pleasant than cobalt and more spotless than prussian blue. The only border line between the sky and sea were the mountains in gradience from Prussian blue to violet.

It was a peaceful sight, and that was the end of the snow adventure in Ladakh.



NRI বাঙালির ফুটবল সাধনা

লেখক: Number 10

2021 December এর এক রাত, fireplace এর মিহি আগুন এ ডালাস এর ঠান্ডা কে কজা করার চেষ্টা চালাচ্ছি, এমন সময় ফোন বেজে উঠলো, college জীবন এর পুরোনো বন্ধু, কর্মসূত্রে এখন দুবাই তে....

--হ্যাঁ সৈকত বল, রবিবার সকালে লুচি, বেগুন ভাজা পেঁদাচ্ছিস ?

-- একদম bulls eye! তোর Dinner হলো?

-- এই চলছে, 'shanivar ki raat , macallan ke saath'...

-- বাহ্, তাহলে সেই পুরোনো নন্দী এখনো চালিয়ে batting করছে?

-- আর ভাই!

-- anyways , বলছি তোর বাঁ পায়ে একটা কার্নিক লাগা। একটা শট ও তো গোলে রাখতে পারলি না।

-- মানে? কি বলছিস?

-- ঠিক বললাম তো? তবে comeback টা চরম করেছিস তোরা!

-- আজব কেস ! তুই এতসব details পেলি কোথায়? কোথায় আছিস? আমার কি নেশা হয়ে গেলো নাকি?

-- হাহাহা।..না নেশা নয়, তবে তোর ফার্স্ট হাফ এর খেলা দেখে সেরকমই মনে হচ্ছিলো!

-- ঝেড়ে কাশবি এবারে?

-- তোদের ডালাস এ থাকে, সমুদ্র সেন, চিনিস তো? আমার দুর্গাপুর এর পাড়ার ছেলে, তোদের 'হাডভাঙ্গা ট্রফির' ঘটি-বাঙাল ম্যাচ facebook এ লাইভ করেছিল। ট্রফির নাম টা একটু ব্যাখ্যা করবি?

-- হাহাহা। এর একটা ইতিহাস আছে..আমাদের ক্লাব এর নাম 'Dallas Bengali Soccer Club' ওরফে DBSC.

Founder এন্ড President দিব্যেন্দু রায় ফার্স্ট প্রাকটিস এই একটা কড়া 'tackle ' এ নিজের মুখ এর geography বদলে ফেলেছিলো। কিন্তু খেলা ছাড়াই! সেই উদ্যম কে মনে রেখেই 'হাডভাঙ্গা ট্রফি '!

অবশ্য ভাবিস না যে DBSC শুধু বাঙালি তেই সীমাবদ্ধ। আসমুদ্র হিমাচল এর সবাই খেলছে। ইন্টারন্যাশনাল ৪-৫ জন প্লেয়ার ও আছে..marquee signing যাকে বলে.

-- আর 'কড়া Tackle' এর ডিফেন্ডার টি কোন ছেলে টা ?

-- সে এখন পর্তুগাল এ, পেপের কাছে tackling শিখছে!

--hahaha...সাবাশ বাঙালি।..ফুটবল ছাড়া বাঙালি ভাবা যায়? টেকি স্বর্গে গেলেও ...!

--কিন্তু তুই Dubai e বসে আমাদের DBSC এর খেলা লাইভ দেখলি? এ তো 'সাহারায় শিহরণ' বেপার! হাহাহা

-- তোরা এখন international খিলাড়ি !

-- সেসব ছাড় , তুই সেই college life er commentary style e 'মানস দা মার্ক' এক্সপার্ট এনালাইসিস দে...

-- আচ্ছা তাহলে বলি যাদের কে মনে ধরলো...মাঝমাঠ শাসন করল তোদের ঘটি টীম এর সদু। ..কি দারুন কাজ পায়ে!

বাঙাল টীম এর রকি...দুর্দান্ত উইং প্লে। তবে ..

-- তবে?

--

মরুদ্যানে একটাই ফুল বাগান আলো করে রেখেছিলো! ছোটকাই না কি নাম বেশ? তরুণ তুর্কি ! অসাধারণ বল কন্ট্রোল, sense অফ পজিশনিং , পাসিং। ..একদম টোটাল প্লেয়ার! ওকে কি তোরা ভাড়া করেছিলি? umriga তেও খেপ চলছে ভাই?

-- আলবাত! ও হলো আমাদের 82 WC এর সক্রিটিস। Doctor কাম Attacking Midfielder, PK Banerjee er tactical style e second half e unleash করলো ওকে আমাদের ঘটি টীম এর ক্যাপ্টেন 'পাতা'!

-- সত্যি। কি ট্যালেন্ট। ইউরোপ হলে হয়তো আজ বার্সেলোনায় খেলতো!

-- 'পাবে বাঙালি, পাবে'। এইতো সবে যাত্রা শুরু করলাম আমরা।..এবারে অনেক প্ল্যান আছে, ক্রমশ প্রকাশ্য...

-- জিৎ, অম্বর , পিকলু , সুমিত, আকাশ erao besh nojor karlo ..বোঝা যায় তোরা নিয়মিত practice করিস!

-- practice টাই তো আসল রে! every Thursday রীতিমতন মাঠ booking করে 2 hours flood light e practice চলে আমাদের. “রোদ ঝড় বৃষ্টিতে যেখানেই যে থাকুক, কাজ সেরে ঠিক এসে জুটে যাই Friscor BFP ground e!

Dallas er bangalir otai coffee house otai fight club! Almost 60 people strong আমাদের DBSC group...each week Monday থেকে শুরু হয় প্রস্তুতি, মাঠ বুকিং, team selection, gatorade থেকে মার্শবোরো সব রকম টনিক এর সুবন্দ্যাবস্ত আছে ভাই! জনগণ কয়েকটা লাগাতার প্র্যাক্টিসে হাজিরা না দিলে vocal tonic ও দেওয়া হয়! বৃহস্পতি বারের নিরিমিষ মেনু তে 'এঁচোড়ের কোপ্তা' আমাদের practice.

আমার apple watch টাও বুঝে গেছে এখন ।...সকাল থেকে ব্যাটারী চার্জ করার নোটিফিকেশন আসে ফুটবল এর গুঁতো সামলাবার জন্য..সারা হপ্তায় ৫০ ক্যালোরি,..আর থার্সডে ৫০০!!

-- সেসব তো বুঝলাম।..কিন্তু ডালাসে কি ঘটি রাজকন্যা কম পড়িয়াছে? শুধুই তো ইস্ট বেঙ্গল এর supporter!

--আর বলিসনা।.. বাঙাল মেয়ের রান্না ভালো...এইসব মার্কেটিং স্ট্রাটেজি তে সব বাঙাল বৌ! ঘটি সাপোর্ট হবে কোথুকে?

-- hahaha..তোরা কিছু কর, ঘটি টীম এর মার্কেটিং এন্ড সেলস টীম কি নিদ্রা গিয়েছেন?

--হ্যা সেই কথা মাথায় রেখে এবারে ঘটি টীম এর supporter দেব রেজিস্টার করলেই গামছা দেবার ব্যবস্থা করেছি আমরা!

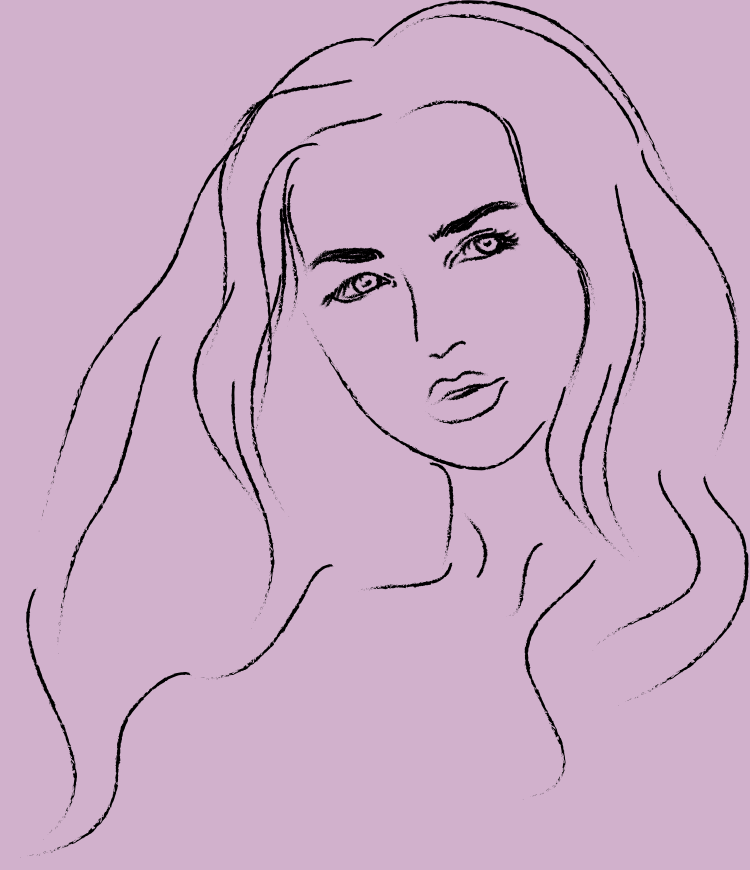
-- অকল্পনীয় এবং অব্যর্থ স্ট্রাটেজি। তোরা চালিয়ে যা, ফিরতি ম্যাচ কবে? বাঙাল টীম তো নিশ্চই ‘ready for revenge’?

-- নিশ্চই! 23rd October 2022, এবারে একদম বড়ো ম্যাচ , উইথ অরিজিনাল মোহন বাগান-ইস্ট বেঙ্গল jerseys imported from Kolkatar Maidan market! Cybertruck e করে Supporter আসছে! আর তোর মতন International Supporter দেব জন্য থাকছে live streaming.

-- সাধু সাধু। এবারে তোর থেকে Goal চাই কিন্তু!

-- চেষ্টা করবো Boss! চল ভালো থাকিস।..আর হা, mark your calendars...23rd October, 2022!

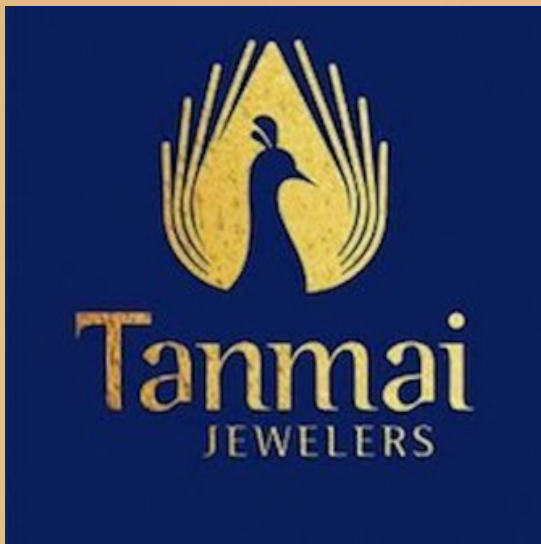
এক যে ছিল কন্যা - Shampa Saha



এক যে ছিল কন্যা,
রূপে যে সে অন্যন্যা ,
নাম যে ছিল তার বন্যা।
চুল যে তার মেঘবরণ,
গায়ের রঙে সে যে সোনাভরন!
ঠোঁট যে তার গোলাপ তুলতুল
খোঁপায় লাগায় জুঁইফুল।
হাসিতে তার মুক্ত ঝরে,
পায়ের নুপুর রিনিঝিনি করে ।
পরনে তার নীল পেরে সাদা শাড়ী
দেবে কোন সুদূরে সে পাড়ী?
জানে না ত সে ও -
কেউ তা জানে না ,
তার যে ছিল মনে বড় দুখ্
সে যে ছিল মুক্॥
দুরান্তরে


কোন সুদূরের দেশে যাও তুমি উড়ে পাখি -
আমায় তোমার সাথে নিয়ে যেতে পার না কি ?
ঐ যে দূরে র আকাশেতে যখন তুমি যাও
উড়ে সেই বিকেলবেলা !
আমি তখন বসে থাকি তোমার পথ চেয়ে
সেই বেলা ।
আমি শুধু ভাবি আর ভাবি -
কখন তুমি করে নেবে আমাকে তোমার সাথী।
আমি যখন হব তোমার সাথী ,
তখন কেউ আর বলবে নাকো এখন তোর বাহিরে যেতে
মানা
আমায় বন্ধু করে নিতে একবারও কি ইচ্ছে হয় না ॥

Thank You to our valued sponsors



With Best Compliments from Share-O-Matic


Thank You to our valued sponsors




Wise Money Time


Enabling Young Adults to Make Smart Choices in the Money-Time Tradeoff

An education platform on all money-related topics serving high-schoolers, college-goers, and those entering the workforce (ages 15-25)







Follow me on these platforms!



ava_wmt



ava_wmt



ava_wmt

My website: www.wisemoneytime.com



Anindita

Mob.: 972983 3393

Machh, Misti & More

Authentic, Quality Home-Cooked Food



anindita_mitra1@hotmail.com

Our Patrons

- Arun Mukherjee
- Dibyendu and Ann Mukherjee
- Pallab and Mita Chatterjee
- Payel and Abhijit Das
- Piyal and Hiran Bhadra
- Sabita and Bikash Saha
- Sabori and Amit Saha

Our Patrons

- Anu and Arun Agarwal
- Baishali and Bappa RayBurman
- Lopamudra Guin and Debraj Ghosh
- Meenakshi and Anirudha Maitra
- Sagarika Dutta and Arunanshu Pal
- Sagorika and Arup Bhattacharjee
- Sanchari Hazra and Sunny Anand
- Saptaparna Basu and Subhajit Dutta

Our Patrons

- **Arpita Sanyal**
- **Debjani and Subho Bandopadhyay**
- **Madhumita and Sudip Bhattacharyya**
- **Moumita Mukherjee and Satrajit Saha**
- **Sangeeta Pal and Paras Patel**
- **Sarmishtha and Subhendu Lahiri**
- **Jyothi and Sushanta Mallick**

Our Patrons

- **Brinda and Sanjoy Mukherjee**
- **Chandrima and Rajat Deb**
- **Gargi and Sanjay Mazumdar**
- **Sanchita and Andy De**
- **Sudhir Parekh**
- **Sumita and Asok Ghoshal**
- **Suparna and Manas Chakraborty**
- **Surmita and Sasvata Chatterjee**
- **Tumpa and Subho Biswas**

Our Patrons

- **Ananya Kundu and Sauvik De**
- **Anindita and Somnath Das**
- **Antara and Subrata Giri**
- **Ayesha Ganguly and Anish Ray**
- **Gargi and Abhijit Dasgupta**
- **Lalti and Rajat Chaudhuri**
- **Monalisa and Pradip Mitra**
- **Radha and Amitava Chatterjee**
- **Rini Bose-Kar and Surajit Kar**
- **Rocky Dhir**
- **Rukmi and Kingshuk Chakraborty**
- **Shilpi and Rayan Chaudhuri**

Bhog Patrons

- Papri and Aneel Nath
- Sharbari Dey and Kushal Dasgupta
- Sharmila and Ranabir Bose
- Shreya and Sagnik Dey
- Soham Eman Mukherjee
- Sonali and Rajiv Roy
- Srabana and Kallol Bhattacharya
- Sreeparna Sengupta and Amlan Ghosh
- Sujata Mukherjee and Indranil Jha
- Supreety and Subhashish Mondal
- Uttama and Jaydeep Nag
- Manju Mitra
- Shraboni and Rana Lahiry
- Tana and Rana RayBarman
- Anannya Bose and Sunil Roy

Bhog Patrons

- Alakananda and Tarun Basu
- Anindita and Joydeep Bhattacharjee
- Aparna and Sankar Saha
- Arpita and Arpan Sarkar
- Arunika and Subhendu Mandal
- Atreyi and Sambit Raha
- Deepankar Sengupta
- Jhila Dasgupta and Biswa Bhattacharya
- Kaushik Banerjee
- Kripanath Som
- Mandira and David Schoen
- Manjula and Pulakesh Saha
- Moumita and Rahul Batabyal
- Neil Bhattacharya and Bidisha Rudra

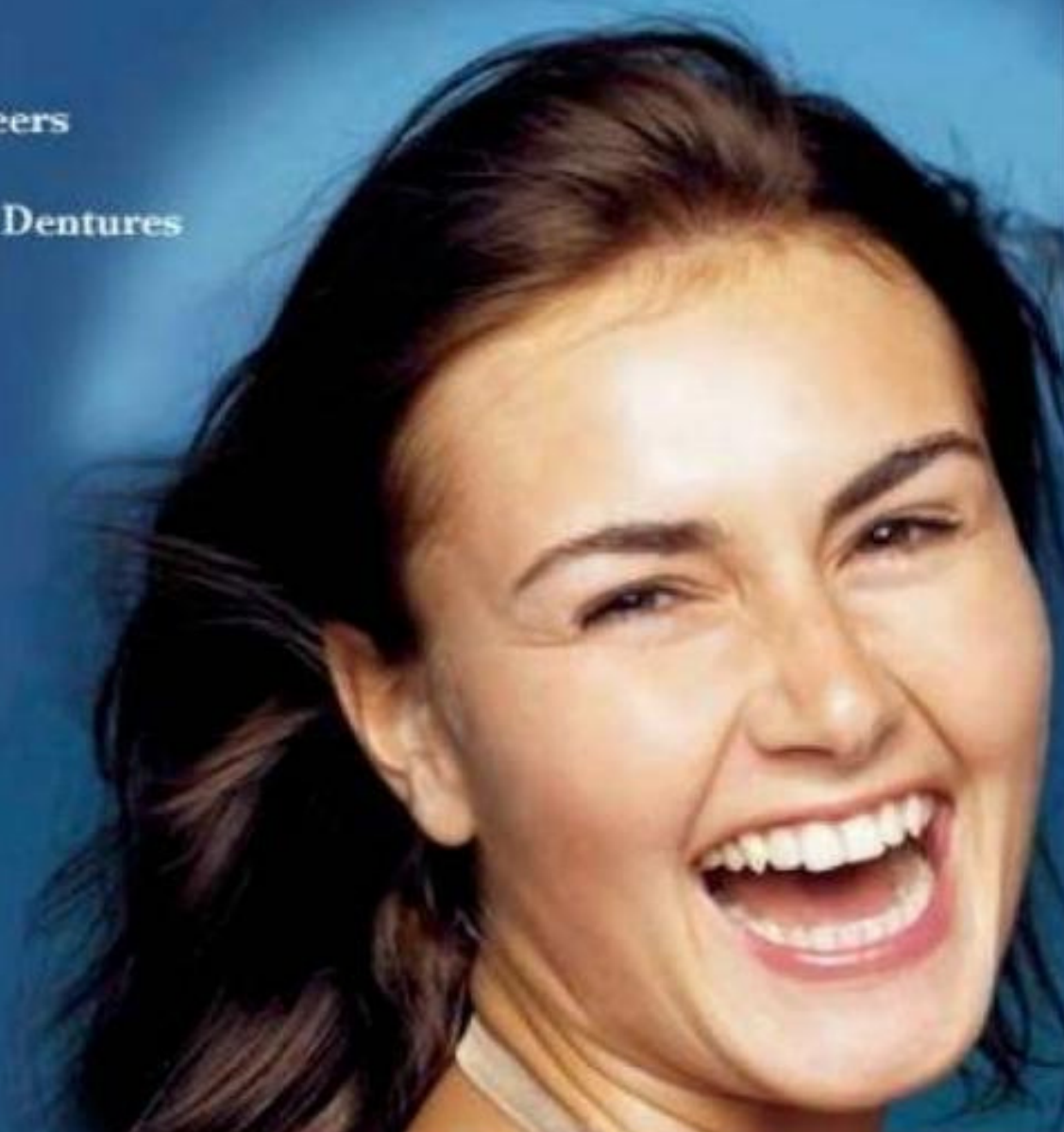
Give your family a gift of smile

- ★ Sedation Dentistry
- ★ Preventive Care
- ★ Lumineers, Veneers, Componeers
& Tooth Color Bonding
- ★ Metal Free Crowns, Bridges & Dentures
- ★ Root Canals
- ★ Wisdom Teeth Extractions
- ★ Implants/Abutments,
All Periodontal Surgery
- ★ Invisalign
- ★ Emergencies Welcome
- ★ Financing Available
- ★ Most Insurance Accepted



DR. SABITA SAHA

972-781-1880



Awards & Honors

- Best of Plano awards for 7 consecutive years
- America's Top Dentist Award 2012-2022
- Talk of the Town Award for 5 consecutive years
- Best Doctors & Dentist Award 2012

PROACTIVE DENTAL

Family and Cosmetic Dentistry

5933 Dallas Parkway
Suite # 100, Plano, TX 75093
SW Corner @ Windhaven & Tollway
www.proactivedental.com



Located in West Plano, Texas, ProActive Dental offers the highest level of personalized, comfortable and comprehensive dental care for your entire family. Dr. Saha and her team are trained on the latest diagnostic systems and advanced equipment that put the practice on the leading edge of dental technology. ProActive Dental believes in high level of thoroughness in service and quality care through continued education and improvement. A graduate of Baylor College of Dentistry, Dr. Saha has been practicing dentistry in the metroplex for over 27 years. She offers affordable family and cosmetic dentistry in a comfortable, relaxing atmosphere. Along with her qualified dental team, she addresses each patient's needs with state-of-the-art dental care, focusing on patient education and preventive care.